৫। মঙ্গরাজের পরিজন

রামচন্দ্র মঙ্গরাজ মহাশয় বহু লোকের ভরণ-পোষণ করেন। ঘরে অনেকগুলি পোষ্য। খোদ কর্তাবাবু ও মাঠাকরুণ বাদে তিন ছেলে হিসাবে তিন বউ, দাসীচাকরাণী কুড়ি অথবা বাইশ—এমনি করিয়া ত্রিশের কাছাকাছি। প্রত্যেকের কথা লিখিতে গেলে অনেক লিখিতে হইবে। কিন্তু আপনারা তো আমাদের স্বভাব জানেন, মিথ্যা কথা লেখা, অত্যুক্তি করিয়া লেখা, অকারণ লেখা আমাদের ধাতে নাই। তা ছাড়া মা লিখেৎ সত্যমপ্রিয়ম্, অর্থাৎ সত্য কথারও অর্ধ প্রমাণ বাদ দিতে হয়। বাড়ির ভিতরে নারীর সংখ্যা বেশি, রামঅ নাপিত ছাড়া পুরুষের গলা প্রায় শোনা যায় না। কর্তাবাবু তো নানা ধান্দায় ব্যস্ত। তিন ছেলে জোয়ান; পাশাখেলা, বুলবুলি ধরা, লোকের সহিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধানো—তাহাদের সময়ে কুলায় না। নেশা-ভাঙ করিতেও কিছু সময়ের আবশ্যক। গোবিন্দপুর হাটের গাঁজার দোকানি এক খদ্দেরের উপর চটিয়া বলিয়াছেন, 'আরে যা যা! মাল না নিলে, একা জমিদার বাড়ির বাবুদের জন্যই কুলায় না।' বাপ ও ছেলেদের বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। মুরুব্বি গোছের কেউ একবার বলিয়াছিল, 'ওহে মঙ্গরাজ, ছেলেদের কাছে ঘেঁষতে দাও না কেন?' মঙ্গরাজ উত্তর দিলেন, 'আহা, তুমি শাস্ত্র শোন নি?'

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে ত ষোড়শ বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥

অর্থাৎ ছেলেদের মুখ হইতে পাঁচ বছর পর্যন্ত লাল পড়ে, দশ বছর পর্যন্ত তাহাদের তাড়া দিবে; ষোল বছর হইবার পর তাহাদের সহিত ও মিত্রদিগের সহিত বদ অর্থাৎ খারাপ আচরণ করিবে।

বাস্তবিক দেখা যায় কর্তাবাবু কাহারও কাহারও সহিত সাঙাত বন্ধু পাতাইয়া, মামলা মোকদ্দমা বাধাইয়া, তাহাদের জমিজমা কাড়িয়া লইয়া বদ আচরণ করেন। তবে পুত্রদিগের সম্বন্ধে যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিলেন তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। শুনা যায় ছেলেরা নেশা-ভাঙ করিয়া কিছু উড়াইয়া দেওয়াতে বাপের সহিত বনিবনাও হয় না।

বাড়ির ভিতর মাঠাকরুণ একটি ঘরে পড়িয়া থাকেন, কাহারও সঙ্গে রা-টি কাড়েন না। কেবল ভিখারী, বৈরাগী, উপসী, পিয়াসী আসিলে তাঁহার খোঁজ করে।

বউদের কথা লেখা অনুচিত। বড়লোকের ঘরের কুলবধূদের কথা হাটে ফেলিলে লোকে আমাদের বলিবে কী? তাহারা যে এক প্রহর বেলায় বিছানা হইতে উঠিয়া দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে দাঁত মাজা, তেল মাখা, স্নান ইত্যাদি সারিয়া আহারাদি করিয়া বেলা পড়িয়া যাওয়া পর্যন্ত ঘুমাইয়া নেয় সে কথাগুলি লিখিয়া কী হইবে? পড়ন্ত বেলায় আবার উঠিয়া দেখিতে দেখিতে পান্তাভাত সারিয়া তারপর গাঁয়ের কথা শোনা, দাসীদের মধ্যে ঝগড়া লাগাইয়া দেওয়া, ঝগড়া মিটানো, হাসি মশকরায় রাত দুপুর হইয়া যায়।

রুকুণী, মরুআ, চেমী, নাকফোড়ী, টেরী, বিমলি, শুকী, পাট-অ, কৌশুলী বাদে আরও কতগুলি দাসী আছে। তাহাদের নাম আমাদের জানা নাই। কেহ বালবিধবা, কেহ যুবতী-

বিধবা, কেহ আজন্ম বিধবা, কেহ বা সধবা। নানা পক্ষী যেমন এক বৃক্ষে বাস করে তেমনি ইহারা সকলে মঙ্গরাজের ঘরে আশ্রয় লইয়াছে। আবার কত আসিতেছে কত যাইতেছে তাহার ঠিকানা নাই। অনেকগুলি নিষ্কর্মা দাসী একত্র হইলে বিশ্বের বিবাদ সৃষ্টি হয়, মঙ্গরাজের বাড়ি এই সনাতন বিধি লঙ্ঘন করে নাই। রাতদুপুর পর্যন্ত বাড়ির ভিতরে মেছোহাটার ন্যায় চেঁচামেচি শোনা যাইতে থাকে।